গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০০৭

সূচীপত্র

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের নাম	পৃষ্ঠা
১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩-৯
২	পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	১০-১১
৩	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	১২-১৫
৪	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	১৬-১৭
৫	বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড	১৮
৬	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১৯-২২
৭	কারা অধিদপ্তর	২৩-২৫
৮	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	২৬-৩৪
৯	মুখ্য মহানগর হাকিম	৩৫

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নীতি নির্ধারণ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের কাজে প্রত্যক্ষ জনসম্পৃক্ততা সীমিত থাকলেও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা রয়েছে। এভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে প্রত্যক্ষভাবে জনসেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। অধিদপ্তরগুলোর মত ব্যাপকভাবে জনসংশিষ্টতা না থাকলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি শাখা থেকে প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে সেবা প্রদান করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে সকল শাখা থেকে সরাসরি জনগণকে সেবা প্রদান করা হয় সে সকল শাখার কার্যাবলীর নিরীখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং এর অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার একত্রিতভাবে সংকলিত আকারে প্রকাশ করা হ'ল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

রাজনৈতিক-৩ শাখা

১। **রাজনৈতিক-৩ শাখা হতে পত্রিকা/ম্যাগাজিন প্রত্যয়ন পত্রের (মিডিয়াভুক্তি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পত্রিকা/ম্যাগাজিন প্রত্যয়ন পত্রের (মিডিয়াভুক্তি) জন্য সচিব/যুগ্ম-সচিব (রাজনৈতিক) বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে ঃ**

(ক) জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন পত্র ;
(খ) জেলা বিশেষ শাখার প্রত্যয়ন পত্র ;
(গ) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিবন্ধন প্রত্যয়ন পত্র ;
(ঘ) পত্রিকা প্রকাশের দিন থেকে ৯০ দিনের পত্রিকার কপি ।

২। **পত্রিকা সরকারী মিডিয়াভুক্তির জন্য নিম্নোক্ত প্রচারসংখ্যার শর্ত পূরণ আবশ্যক ঃ**

ক) দৈনিক পত্রিকা ঃ	প্রচার সংখ্যা
(১) ঢাকা	৬০০০ কপি
(২) চট্রগ্রাম	৪০০০ কপি
(৩) খুলনা, রাজশাহী ও অন্যান্য স্থান	৩০০০ কপি
খ) অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ঃ	
(১) ঢাকা	৩০০০ কপি
(২) চট্রগ্রাম	২০০০ কপি
(৩) অন্যান্য	১০০০ কপি
গ) মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ঃ	
দেশের সর্বত্র	১০০০ কপি

৩। **সাংবাদিকদের এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে করণীয় ঃ**

তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের এ্যাক্রেডিটেশন কার্ড প্রদানকল্পে দু'টি গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা তদন্ত করানো হয়। গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র জারী করা হয়। নিরাপত্তা ছাড়পত্র জারীর পর তথ্য মন্ত্রণালয় এ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ইস্যু করে থাকে ।

৪। এছাড়া **রাজনৈতিক-৩ শাখা নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে ঃ**

ক) পত্রপত্রিকা, নাটক, চলচ্চিত্র, টেলিগ্রাম এবং ডাকযোগে প্রাপ্ত পত্রাদির উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেন্সর আরোপ;
গ) বিদেশ হতে প্রকাশিত অবাঞ্ছিত পত্রিকা/বইপত্র নিষিদ্ধকরণ ;
ঘ) বেতার যন্ত্র, টেলিকমিউনিকেশন সংযোগ স্থাপনের অনুমোদন ।

রাজনৈতিক-৪ শাখা

(ক) আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী ঃ

১৮৭৮ সালের Arms Act ও ১৯২৪ সালের Arms Rules এর আওতায় সামরিক / বেসামরিক/ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণসাপেক্ষে অনিষিদ্ধ বোরের আগ্নেয়াস্ত্রসমূহের লাইসেন্স প্রদান করা হয় ঃ

i) যে কোন ব্যক্তি একটি লং ব্যারেল (বন্দুক/ শর্টগান / .২২ বোর রাইফেল) এবং একটি শর্ট ব্যারেল (এনপিবি রিভলবার/ পিস্তল) সর্বোচ্চ দু'টি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ii) আবেদনকারীর বয়স শর্ট ব্যারেল আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) বছর এবং লং ব্যারেলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) বছর হতে হবে।

iii) আবেদনকারীকে অবশ্যই আয়কর দাতা হতে হবে। শিল্পপতি/ বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বছরে ন্যূনতম ২.০ (দুই লক্ষ) টাকা আয়কর প্রদান করতে হবে।

iv) আবেদনকারীর অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদন থাকতে হবে।

v) অনিষিদ্ধবোরের সকল প্রকার লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদান করা হয়। তবে পিস্তল ও রিভলবার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ আবেদনকারীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন এবং প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে রিভলবার / পিস্তল লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পুর্বানুমতির জন্য প্রেরণ করবে। অন্যান্য লং ব্যারেল অস্ত্রের ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লাইসেন্স প্রদান করবেন।

vi) সরকারের উপ-সচিব ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর মেজর ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

vii) বার্ধক্যজনিত/মৃত্যুজনিত কারণে উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে আগ্নেয়াস্ত্র হস্তান্তর প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী মৃত ব্যক্তির Death Certificate, ওয়ারিশান সনদ, লাইসেন্সধারী/ওয়ারিশগণ কর্তৃক ১৫০/ (একশত পঞ্চাশ) টাকার স্ট্যাম্পে নাদাবি হলফনামা, অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদন, বয়স প্রমাণের সনদপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন।

viii) মেরামত অযোগ্য/ ত্রুটিপূর্ণ অস্ত্রের পরিবর্তে নতুন অস্ত্র সংগ্রহ/ ক্রয়, অস্ত্রের ধরন পরিবর্তন (অনুমতিসাপেক্ষে) করা যাবে। তবে লাইসেন্সে লিপিবদ্ধকরণের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয় করা যাবে না।

ix) কোন লাইসেন্সধারী ব্যক্তিকে অস্ত্র ক্রয়ের ৬ (ছয়) দিনের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ক্রয়কৃত অস্ত্র উপস্থাপন করে লাইসেন্সে অস্ত্রের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

x) আবেদনকারী যদি আর্মি এ্যাক্টের আওতাধীন ব্যক্তি হন (সামরিক কর্মকর্তা) তাহলে তিনি নিজ স্থায়ী আবাসস্থলের সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে আবেদন করবেন।

xi) আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রাপ্তির সকল আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করতে হবে।

(খ) **আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নবায়ন ও ট্রান্সফার সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ**

i) আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ফি ও বার্ষিক নবায়ন ফি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	আগ্নেয়াস্ত্রের ধরন	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি
১	ব্রীচ লোডিং পিস্তল/ রিভলবার/রাইফেল	৪০০০/- টাকা	২০০০/- টাকা
২	ব্রীচ লোডিং শটগান / বন্দুক	২০০০/- টাকা	৮০০/- টাকা
৩	ব্রীচ লোডিং ছাড়া অন্যান্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে	৮০০/- টাকা	৪০০/- টাকা

ii) আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ফি একবারের জন্য প্রযোজ্য তবে লাইসেন্স নবায়ন ফি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জেএম শাখায় ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত জরিমানা ছাড়া নবায়ন করতে পারেন। উক্ত সময়ের পরে নবায়ন করতে হলে জরিমানা প্রদানসাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে। উল্লেখ্য, জরিমানার পরিমাণ মূল লাইসেন্সে প্রদেয় টাকার সমপরিমাণ।

iii) সশস্ত্রবাহিনীতে কর্মরত / অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্যগণ নিজ কর্মস্থল/বর্তমান আবাসস্থলের সন্নিকটস্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন । আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ক্যান্টনমেন্ট এক্জিকিউটিভ অফিসারগণের মাধ্যমে ও আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স নবায়ন করতে পারেন। তবে উক্ত নবায়নের বিষয়ে লাইসেন্স ইস্যূকারী কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট)কে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

iv) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে চাকুরীর বদলীজনিত বা অবসরগ্রহণের কারণে বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নিজ কর্মস্থল/ বর্তমান আবাসস্থলের সন্নিকটস্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে নবায়ন করতে পারবেন। উক্ত নবায়নের তথ্য অবশ্যই লাইসেন্স ইস্যূকারী কর্তৃপক্ষ (সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট)কে অবহিত করতে হবে।

v) Arms Rules 1924 এর Chapter-III এর ৫৯ বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ট্রান্সফারের আবেদন করলে তা যথানিয়মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিস্পত্তি করবেন। তবে এক্ষেত্রে লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি থাকতে হবে।

(গ) **রাজনৈতিক ৪ অধিশাখার অন্যান্য সেবা কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ**

i) ভিভিআইপি, ভিআইপি এবং বিদেশী কূটনীতিবিদদের নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম।

ii) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন/২০০৬ ও বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা বিধিমালা/২০০৭এর আওতায় বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী সংগঠনসমূহ মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন করবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপীলকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বেসরকারী নিরাপত্তা সংগঠনের আপীলসমূহ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করবেন।

আইন শাখা- ২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা-২ থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ঃ

১। **অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ**

জনসাধারণ কর্তৃক প্রেরিত ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ এ শাখায় গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।

২। **এসিড আমদানী লাইসেন্স ও উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ**

এসিড আমদানী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি আবশ্যক ঃ

(ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর তফসিল ১ এর 'ক' ফরমে আবেদন;
(খ) তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত উপ-সচিব (আইন) বরাবর ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট;
(গ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসিড আমদানীর ছাড়পত্র;
(ঘ) ১৫০/-টাকার স্ট্যাম্পে সিকিউরিটি বন্ড; ও
(ঙ) ট্রেড লাইসেন্স, টি আই এন নম্বর, আয়কর সনদসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি ।

এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে ঃ

(ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর তফসিল ১ এর 'গ' ফরমে আবেদন;
(খ) তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত উপ-সচিব(আইন) বরাবর ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট;
(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট এসিডের সামগ্রিক চাহিদা নিরূপন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র;
(ঘ) ১৫০/-টাকার স্ট্যাম্পে সিকিউরিটি বন্ড;
(ঙ) ট্রেড লাইসেন্স, টি আই নম্বর, আয়কর সনদসহ অন্যান্য কাগজপত্র ।

আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

বহিরাগমন শাখা-২

বহিরাগমন শাখা-২ ভিসা প্রদান সংক্রান্ত নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে ঃ

ক্রম	ভিসার জন্য আবেদনের প্রকৃতি	ফিসের পরিমান	নিস্পত্তির প্রক্রিয়া	মন্তব্য
১.	ভিসা নীতিমালা ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধান মতে (এ নীতিমালার ৩৩টি ভিসা শ্রেণীতে) আবেদনকারীর আগমনের উদ্দেশ্য/কর্মের ধরন অনুযায়ী ভিসার শ্রেণী পরিবর্তন, অবৈধ অবস্থানজনিত জরিমানা ও ভিসার মেয়াদবৃদ্ধির বিষয়ে আবেদন।	প্রযোজ্য নয়	ক) বিদ্যমান ভিসা নীতিমালা ও পরিপত্রের প্রদত্ত বিধানমতে i) ভিসার শ্রেণী পরিবর্তন করা হয় ; ii) অবৈধ অবস্থানজনিত জরিমানার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ; iii) ভিসার মেয়াদবৃদ্ধির আবেদন পত্রটি বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আদেশ প্রদান করা হয়। খ) ভিসার শ্রেণী পরিবর্তন বিষয়ক আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভিসা শ্রেণীর ধরন মোতাবেক প্রয়োজনবোধে এস বি/ এনএসআই/ বিনিয়োগ বোর্ড/ বেপজা/এনজিও ব্যুরোর মতামত গ্রহণ করা হয় এবং অনুকূল মতামতের ভিত্তিতে ভিসা শ্রেণী পরিবর্তন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদন/মতামত প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আদেশ প্রদান করা হয়।	-
২.	আগমনী ভিসা প্রাপ্তির জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি সংক্রান্ত আবেদন।	প্রযোজ্য নয়	এস বি, এনএসআই, ডিজিএফআই-এর মতামতের আলোকে আগমনী ভিসা প্রদানে সম্মতি/অসম্মতি জ্ঞাপন করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইমিগ্রেশন), জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা/সংশ্লিষ্ট মিশনসমূহকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদেশ প্রদান করা হয়।	-
৩.	বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ব্যক্তি বা বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী স্ত্রী ও সন্তানের ক্ষেত্রে বিনা ভিসায় আগমন সুবিধা (NVR)প্রাপ্তির আবেদন ।	প্রযোজ্য নয়	এস বি এর মতামত প্রাপ্তির পর এ জাতীয় ভিসা প্রদানে সম্মতি/অসম্মতি প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদেশ প্রদান করা হয়।	-

ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বহিরাগমন)-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

বহিরাগমন শাখা-৩

বহিরাগমন-৩ শাখা নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর সেবা প্রদান করে থাকেঃ

১। বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদ ।
২। দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদপত্র ।
৩। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান ।
৪। নাগরিকত্ব পরিত্যাগ ।

নং	বিষয়	ফিসের পরিমান	নিষ্পত্তিকরণের প্রক্রিয়া	মন্ত্রণালয়ের নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদ	৫০০/-	বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে বা সরাসরি নিজে বা দেশে নিকট আত্নীয়স্বজনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। আবেদনপত্র পাওয়ার পর তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য পুলিশ বিশেষ শাখায় প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত সনদ ইস্যু করা হয়।	এসবি'র প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে থাকে।
২.	দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ ইস্যু	২০০০/-	বাংলাদেশী নাগরিক যারা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশের দেশসমূহের নাগরিকত্ব পেয়েছে তারা এবং তাদের ঔরসজাত বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণকারী সন্তান সরাসরি অথবা বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশন এর মাধ্যমে আবেদন করে। আবেদনপত্রের প্রাসংগিক বিষয়াদি এসবি দ্বারা তদন্ত করানো হয়। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ ইস্যু করা হয়।	এসবি'র প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করে থাকে।
৩.	বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান।	২০০০/-	কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশী নাগরিকত্বের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করলে আবেদন পত্রখানা গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা তদন্ত করানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদন অনুকুল হলে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং নথিটি আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ কমিটির সভায় সুপারিশের জন্য উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত কমিটির সুপারিশসমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।	সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।
৪.	নাগরিকত্ব পরিত্যাগ	১০০০/-	বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা বিভিন্ন মিশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পরিত্যাগের আবেদন করলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়।	সর্বোচ্চ ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।

*** উলিখিত সেবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওয়া না গেলে প্রতিকারের জন্য উপসচিব (বহিরাগমন)এর নিকট আবেদন করতে পারেন।

নিরাপত্তা-২ শাখা

নিরাপত্তা শাখা-২ হতে নিম্নরূপ সেবা প্রদান করা হয় ঃ

(১) সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের স্থায়ী প্রবেশপত্র প্রদান ।
(২) বিভিন্ন পর্যায়ে অস্থায়ী (এক বছর মেয়াদী) প্রবেশপত্র প্রদান ।
(৩) বাংলাদেশে কর্মরত/ আগত বিদেশী নাগরিকদের অনুকূলে Security Clearance ইস্যু ।
(৪) ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গঠিত উপদেষ্টা বোর্ড-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান ।

সেবা প্রদান কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	নিরাপত্তা-২ শাখার কার্যক্রম	নিস্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	প্রযোজ্য শর্তাবলী
১.	সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের স্থায়ী প্রবেশপত্র প্রদান	কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মন্ত্রণালয়ে যোগদান এর পর স্থায়ী প্রবেশপত্রের জন্য বদলী আদেশের কপিসহ আবেদন করতে হয়। সংস্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে শাখায় উপস্থিত হয়ে ছবি তোলার পর সর্বোচ্চ ৩ (তিন) দিনের মধ্যে স্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে ।	স্বঃ স্বঃ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ পত্র প্রয়োজন হবে ।
২.	বিভিন্ন পর্যায়ে অস্থায়ী (১ বছর মেয়াদী) প্রবেশপত্র প্রদান ।	এককপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালযের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করার পর সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে অস্থায়ী প্রবেশ পত্র প্রদান করা হয় ।	০২-০২-২০০২ সালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালযের অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যুর নীতিমালা অনুসারে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে অস্থায়ী পাশ ইস্যু করা হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ ও এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ আবদেন করতে হয় ।
৩.	বাংলাদেশে কর্মরত/ আগত বিদেশী নাগরিকদের অনুকূলে Security Clearance ইস্যু	ভিসা নীতিমালা অনুসারে প্রযোজ্য বিদেশী নাগরিকদের অনুকূলে BOI, BEPZA ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে Work Permit সহ আবেদন পাবার পর এসবি ও এনএসআইএর মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয় । এসবি ও এনএসআই হতে ২১ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে অথবা তাদের মতামত এ শাখায় আসার পর সর্বোচ্চ ১০ (দশ) দিনের মধ্যে Security Clearance ইস্যু করা হয় ।	BOI, BEPZA, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে Security Clearance এর কপি প্রেরণ করা হয়। যথাযথ মাধ্যমে আবেদন পত্র পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না ।
৪.	১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গঠিত উপদেষ্টা বোর্ড-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান ।	নিরাপত্তা শাখা-১ ও ৩ হতে ডিটেনশন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ১২০ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে উপদেষ্টা বোর্ডে উপস্থিত করা হয়। উপদেষ্টা বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের মতামত/ সুপারিশের ভিত্তিতে ডিটেনশনের মেয়াদ বৃদ্ধি/ মুক্তির সুপারিশ করা হয় ।	১২০ দিন আটকাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নিয়মিতভাবে সভা আহবান করা হয় । সিদ্ধান্তসমূহ নিরাপত্তা ১ ও ৩ শাখার মাধ্যমে ডিটেন্যু, কারাকর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেয়া হয় ।

উল্লেখ্য, এসব সেবা পেতে হলে কোন রকম ফি দিতে হয় না । সেবাসমূহ যথাযথ শর্ত পূরণের পরও যথাসময়ে পাওয়া না গেলে উপ-সচিব (নিরাপত্তা)'র নিকট প্রতিকার চেয়ে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে ।

বাংলাদেশ পুলিশ

১. বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

২. জাতি ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক/সামাজিক/অর্থনৈতিক শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি থানায় সকল নাগরিকের সমান আইনগত অধিকার লাভের সুযোগ রয়েছে।

৩. থানায় আগত সাহায্যপ্রার্থীদের আগে আসা ব্যক্তিকে আগে সেবা প্রদান করা হবে।

৪. থানায় সাহায্যপ্রার্থী সকল ব্যক্তিকে থানা পুলিশ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সম্মানসূচক সম্বোধন করবে।

৫. থানায় জিডি করতে আসা ব্যক্তির আবেদনকৃত বিষয়ে ডিউটি অফিসার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং আবেদনের ২য় কপিতে জিডি নম্বর, তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ তা আবেদনকারীকে প্রদান করতে হবে। বর্ণিত জিডি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা পূনরায় আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে।

৬. থানায় মামলা করতে আসা ব্যক্তির মৌখিক/লিখিত বক্তব্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এজাহারভূক্ত করবে এবং আগত ব্যক্তিকে মামলার নম্বর, তারিখ ও ধারা এবং তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবী অবহিত করবে। তদন্তকারী অফিসার এজাহারকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তদন্ত সমাপ্ত হলে তাঁকে ফলাফল লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।

৭. থানায় মামলা করতে আসা কোন ব্যক্তির মামলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/থানার ডিউটি অফিসার এন্ট্রি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তখন উক্ত বিষয়টির উপর প্রতিকার চেয়ে নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদন করবেনঃ-

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকার সহকারী পুলিশ কমিশনার (জোন)/জেলায় সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)এর নিকট আবেদন করবেন।

(খ) তিনি যদি উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার/জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন করবেন।

(গ) অতঃপর তিনিও যদি উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/ডিআইজি'র নিকট আবেদন করবেন।

(ঘ) তাঁরা কেউ উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে মহাপুলিশ পরিদর্শকের নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করবেন।

৮. আহত ভিকটিমকে থানা হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে থানা সকল মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবে।

৯. শিশু/কিশোর অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু আইন, ১৯৭৪এর বিধান অনুসরণ করা হবে এবং তাঁরা যাতে কোনভাবেই বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে কিশোর হাজতখানার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. মহিলা আসামী/ভিকটিমকে যথাসম্ভব মহিলা পুলিশের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

১১. দেশের কিছু সংখ্যক থানায় ওয়ানস্টপ ডেলিভারী সার্ভিস চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত ওয়ানস্টপ ডেলিভারী সার্ভিস সেন্টার দেশের সকল থানায় প্রবর্তন করা হবে।

১২. আহত/মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভিকটিমকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে ভিকটিম সাপোর্ট ইউনিট চালু করা হবে।

১৩. পাসপোর্ট/ভেরিফিকেশন/আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে সকল অনুসন্ধান প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে থানা হতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।

১৪. থানা হতে বর্ণিত আইনগত সহযোগিতা না পাওয়া গেলে বা কোন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবর অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

সেইক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষঃ

ক) লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা অভিযোগকারীকে অবহিত করবেন।

খ) ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া ব্যক্তির বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনবেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তা অভিযোগকারীকে জানাবেন ।

গ) টেলিফোনে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

১৫. সকল থানায় মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য কমিশনার, অতিরিক্ত কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জয়েন্ট কমিশনার, ডিসি, এডিসি এবং জোনাল এসি এবং জেলার জন্য পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এএসপি (হেডকোয়ার্টার্স), সংশ্লিষ্ট সার্কেল এএসপি এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বর থানায় প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হবে ।

১৬. মেট্রোপলিটন ও জেলায় কর্তব্যরত সকল পর্যায়ের অফিসারগণ প্রতি কার্যদিবসে নির্ধারিত সময়ে সকল সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য প্রদান করবে ।

১৭. থানার পুলিশ সদস্যগণ কম্যুনিটির সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং কম্যুনিটি ওরিয়েন্টেড পুলিশ সার্ভিস চালু করবেন ।

১৮. উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কম্যুনিটির সহিত অপরাধ দমনমূলক/জনসংযোগমূলক সভা করবেন এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের আইনগত সমাধানের প্রয়াস চালাবেন ।

১৯. বিদেশে চাকুরী/উচ্চ শিক্ষার জন্য গমনেচ্ছু প্রার্থীদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান করবে ।

২০. ব্যাংক হতে কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণ টাকা উত্তোলন করলে উক্ত টাকা নিরাপদে নেওয়ার জন্য চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ এস্কর্টের ব্যবস্থা করা হবে ।

২১. মেট্রোপলিটন শহর/জেলা শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক বিভাগ, ট্রাফিক সংশ্লিষ্ট কি কি সেবা প্রদান করছে তা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হবে ।

আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর

প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী

ক। গ্রামভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা)

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য-সদস্যাগণ ভিডিপি সংগঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং ভিডিপি প্লাটুনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ

- সংশ্লিষ্ট গ্রামের ৩২ জন পুরুষ এবং ৩২ জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত দু'টি প্লাটুনকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- গ্রামের সুবিধাজনক স্থানে ১০ (দশ) দিনের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- একটি গ্রামে একবার এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বনিম্ন অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
- প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে দৈনিক ৪০/- টাকা হারে ১০ দিন প্রশিক্ষণে ৪০০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রাপ্ত ৪০০/- টাকা থেকে ১০০/- টাকা মূল্যের আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ১টি শেয়ার ক্রয় করতে হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে সদনপত্র প্রদান করা হয়।
- এক গ্রামের সদস্যকে অন্য গ্রামে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।
- জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আর্থিক বছর শুরুর আগেই উপজেলা কর্মকর্তার সুপারিশ মোতাবেক গ্রাম নির্বাচন করেন।
- এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের ভিডিপি পুরুষ ও মহিলা প্লাটুনসমূহ পুনগঠিত হয়।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য সদস্যাগণ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে নির্ধারিত ১০% কোটায় আবেদন করার সুযোগ পান।

খ। সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ (পুরুষ ও মহিলা)

এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে সদস্য ও সদস্যাগণ সাধারণ আনসার হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন এবং অংগীভূত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ

- জেলা সদরে প্রাথমিক পর্ব এবং ধারাবাহিকভাবে গাজীপুরের সফিপুর আনসার-ভিডিপি একাডেমীতে চূড়ান্ত পর্বে এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।
- উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা কোটা অনুযায়ী সদস্য ও সদস্যা বাছাই করে জেলা অ্যাডজুট্যান্টএর কার্যালয়ে তালিকা প্রেরণ করেন।
- আনসার আইন ১৯৯৫ এবং আনসার বাহিনী প্রবিধানমালা ১৯৯৬এর আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিম্নরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়ঃ

    ক) বয়স ১৮ হতে ৩০ বছর।

    খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ। তবে এসএসসি বা তদুর্ধ ডিগ্রীধারীগণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

    গ) উচ্চতা

    (অ) সর্বনিম্ন ১৬০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৫'- ৪'' (পুরুষের ক্ষেত্রে)

    (আ) সর্বনিম্ন ১৫০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৫'- ০'' (মহিলার ক্ষেত্রে)

(ই) বুকের মাপ ৭৫ সেন্টিমিটার হইতে ৮০ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৩০˝ - ৩২˝ (পুরুষের ক্ষেত্রে)।

(ঈ) দৃষ্টি শক্তি ঃ ৬/৬

- সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ এবং চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়।
- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা হয়।
- এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোন সদস্যের নিকট হতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না।
- এ প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্তির পর দেশের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কেপিআই/গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় অংগীভূত হয়ে নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্বপালন করে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য/সদস্যাগণ দূর্গাপুজা, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য স্বল্পকালীন সময়ের জন্য অংগীভূত হয়ে থাকেন।
- সদস্য............ ১০% সরকারী চাকুরীর কোটা ....

গ) পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন আনসার ভিডিপি সদস্য/সদস্যা স্বনির্ভর হবার সুযোগ পায়। আনসার-ভিডিপি সংগঠন প্রতিবছর নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেঃ

- মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ (সাধারণ আনসার এবং ভিডিপি পুরুষ)।
- কম্পিউটার বেসিক কোর্স (ব্যাটালিয়ন আনসার , সাধারণ আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যা)।
- ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স (ভিডিপি সদস্য/ ব্যাটালিয়ন আনসার/সাধারণ আনসার)।
- নকশি কাঁথা কোর্স (ভিডিপি সদস্য)।
- ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ)।
- উন্নত প্রযুক্তিতে আলু চাষ, সংরক্ষণ ও ব্যাবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ)।
- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ)।
- গবাদী পশু পালন কোর্স (ভিডিপি পুরুষ)।
- হাঁস-মুরগী চিকিৎসা ও পালন কোর্স (ভিডিপি পুরুষ)।
- ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনার মেরামত কোর্স (ভিডিপি পুরুষ/সাধারণ আনসার)।
- অমৌসুমী সবজি চাষ প্রশিক্ষণ (আনসার-ভিডিপি পুরুষ/মহিলা)।
- উন্নত প্রযুক্তিতে নার্সারী স্থাপন প্রশিক্ষণ (আনসার ও ভিডিপি পুরুষ/মহিলা)।
- দেশীয় পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা স্ফুটন ও পালন (আনসার ও ভিডিপি মহিলা)।
- নারকেলের মালাই থেকে বোতাম তৈরী প্রশিক্ষণ (ভিডিপি সদস্য)।
- আধুনিক ফলচাষ প্রশিক্ষণ (আনসার ও ভিডিপি পুরুষ)।
- উন্নত মানের আমচারা উৎপাদন প্রশিক্ষণ (ভিডিপি সদস্য)।
- স্ট্রবেরী চাষ ও উৎপাদন প্রশিক্ষণ (ভিডিপি পুরুষ)।
- উন্নত জাতের মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ (ভিডিপি সদস্য)।
- সেলাই প্রশিক্ষণ (আনসার সদস্যা/ভিডিপি সদস্যা)।

সাধরণ আনসার অংগীভূতকরণের নিয়মাবলী ঃ

ঘ. আনসার সদস্যের জন্য

যে কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় চাহিদা বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আনসার অংগীভূত করে দায়িত্বে নিয়োগকরা হয় ।

- জেলা অ্যাডজুট্যান্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত তারিখে আনসার বাছাই করে ভবিষ্যতে অংগীভূত করার জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা হয় ।
- বর্তমানে তিন বছরের জন্য সংস্থায় আনসার অংগীভূত করা হয় অর্থাৎ ১জন আনসারের অংগীভূতির মেয়াদ একনাগাড়ে তিন বছর ।
- অংগীভূতিকাল সমাপ্তির চার বছর পর কোন আনসার পুনরায় অংগীভূত হতে পারে ।
- এক জেলার আনসার সদস্য অন্য জেলায় অংগীভূত হতে পারবেন না । তবে ঢাকা, নারায়গঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলার বেলায় এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় ।
- জেলা অ্যাডজুট্যান্ট প্যানেলের ক্রমিক অনুযায়ী অংগীভূত আদেশ জারী করে থাকে । কোন প্যানেলভূক্ত আনসার অংগীভূতির জন্য রিপোর্ট না করলে পরবর্তী ক্রমিক নম্বর ধারীকে অংগীভূত করা হয় ।
- আনসার সদস্যদের অংগীভূতির জন্য ফায়ারিং অভিজ্ঞতাসহ মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয় ।
- অংগীভূতি হওয়ার জন্য প্যানেলভূক্তির নিমিত্তে নিম্নলিখিত যোগ্যতা প্রয়োজন ঃ

  (ক) বয়স ঃ ১৮ থেকে ৪০ বছর ।
  শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণী পাস, তদুর্ধদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় ।
  উচ্চতা ঃ ৫′-৪″ (পুরুষ), ৫′ ২″ (মহিলা) (অধিক উচ্চতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়) ।
  বৈবাহিক অবস্থা ঃ বিবাহিত/অবিবাহিত উভয়ই ।

  (খ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক ও নাগরিকত্ব সনদ পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত কপি, সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণের সনদ, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট, জেলা অ্যাডজুট্যান্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি পত্র (অন্য জেলার প্রার্থির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), ০৬ কপি পাসপোর্ট এবং ০৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি ইত্যাদি প্রয়োজন হয় ।
- যোগ্যতার ভিত্তিতে সংস্থায় আনসার অংগীভূত করা হয় । সুতরাং এ বিষয়ে আর্থিক লেনদেন দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে ।
- সাধারণত বছরের শুরুতে এবং মাঝামাঝি সময়ে অংগীভূতির জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা হয় । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলার জন্য বিশেষ প্যানেল প্রস্তুত করা হয় ।
- পিসি/এপিসি দৈনিক ১১৯/৩৫ টাকা হিসাবে ৩০ দিনে ৩,৫৮০/৫০ টাকা, আনসার দৈনিক ১১১/৪৫ টাকা হিসাবে ৩০ দিনে ৩,৩৪৩/৫০ টাকা বেতন-ভাতা হিসাবে প্রাপ্ত হন । এছাড়া পিসি/এপিসি ২১০৬ টাকা হারে ২টি এবং আনসার ১৮৭২ টাকা হারে ২টি উৎসব বোনাস প্রাপ্ত হন ।
- প্রত্যেক অংগীভূত আনসার সরকারী নির্ধারিত হারে মাসে ২৮ কেজি গম, ২৮ কেজি চাল এবং ২ লিটার ভোজ্য তেল ভতুর্কি মুল্যে প্রাপ্ত হন ।
- অংগীভূত হয়ে দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে আনসার সদস্যগণ বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা ব্যয় বাবত আর্থিক সহায়তা লাভ করেন ।
- কন্যা বিবাহ, মেধাবী সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য আনসার সদস্যগণ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত হন ।
- কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ সম্মাননা পদক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় ।

৬. নিরাপত্তা সেবা প্রত্যাশী সংস্থার জন্য

নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন প্রত্যাশী সংস্থা আনসার অংগীভূত করতে পারেন ।

(১) আবেদনঃ কোন প্রত্যাশী সংস্থা জেলা অ্যাডজুট্যান্টের দপ্তরে রক্ষিত নির্দিষ্ট আবেদন ছক পূরণ করে তাঁদের দাপ্তরিক লেটার হেড প্যাডের সাথে সংযুক্ত করে জেলা অ্যাডজুট্যান্টের দপ্তরে আনসার অংগীভূতির অনুরোধ পত্র দাখিল করবেন ।

(২) বিভাগীয় পরিদর্শন ঃ আনসার প্রত্যাশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন ফরমে উল্লেখিত তথ্য সমূহের সঠিকতা যাচাইকল্পে ও প্রস্তাবিত স্থানে আনসার অংগীভূত করা যাবে কিনা এ মর্মে সংশ্লিষ্ট আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা পরিদর্শন পূর্বক জেলা অ্যাডজুট্যান্ট এর বরাবর রিপোর্ট দাখিল করবেন । সশস্ত্র আনসার নিয়োগ করতে হলে জেলা অ্যাডজুট্যান্ট সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কমান্ডারের অনুমোদন নিবেন । প্রস্তাবিত স্থানে আনসারদের বসবাসের এবং অস্ত্র-গুলির নিরাপত্তা আছে কিনা সে বিষয়ে জেলা অ্যাডজুট্যান্ট নিশ্চিত হবেন ।

(৩) পুলিশ কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ ঃ প্রত্যাশী সংস্থায় আনসার মোতায়েন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে ছাড়পত্র/অনুমোদন প্রয়োজন হয় ।

(৪) আনসার অংগীভূতকরণের সিদ্ধান্ত ঃ যাবতীয় শর্তাবলী পুরণ সাপেক্ষে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের সন্তোষজনক মতামত পাওয়া গেলে জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আনসার অংগীভূত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।

(৫) সংস্থা হতে বেতন ভাতাদি গ্রহণ ও পরিশোধঃ কোন সংস্থায় আনসার অংগীভূত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর উক্ত সংস্থাকে নির্ধারিত হারে আনসারদের তিন মাসের বেতন-ভাতার সমপরিমান অর্থ অগ্রীম হিসাবে নগদ, পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জেলা অ্যাডজুট্যান্টের দপ্তরে জমা করতে হয় । এছাড়া মাসিক নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে হয় । প্রতি বছর নির্ধারিত হারে দু'টি উৎসব বোনাস অংগীভূত আনসারদেরকে প্রদান করা হয় ।

(৬) ১০% আনুষাঙ্গিক অর্থঃ আনসার প্রত্যাশী সংস্থা প্রত্যেক অংগীভূত আনসার সদস্যের দৈনিক ভাতার ১০% আনুষাঙ্গিক অর্থ হিসাবে জেলা অ্যাডজুট্যান্টের নিকট প্রদান করবেন ।

(৭) **অংগীভূতির মেয়াদকাল ঃ** প্রত্যাশী সংস্থা কমপক্ষে তিন মাসের জন্য আনসার নিয়োগ করবেন । সশস্ত্র হলে কমপক্ষে ১০ জন এবং নিরস্ত্র হলে ৬ জন আনসার অংগীভূত করা হয় ।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

অগ্নি-দুর্ঘটনা, উদ্ধার ও আহত সেবা ঃ

১। দুর্ঘটনার সাথে সাথে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন কক্ষে দুর্ঘটনার সংবাদ প্রদান করতে হবে।
২। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে ফায়ার কর্মীগণ সাজ-সরঞ্জামাদিসহ দুর্ঘটনাস্থলে গমন করেন।
৩। যেকোন দূর্যোগে ১৯৯ ডায়াল করলেই এ সেবা পাওয়া যায়। এছাড়া নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনের নম্বর সংগ্রহ করূন।
৪। উল্লেখিত সেবা সংক্রন্ত কোন অভিযোগ থাকলে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন ঃ

উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	০২-৯৫৫৬৭৫৮
উপ-পরিচালক, চট্রগ্রাম বিভাগ, চট্রগ্রাম	০৩১-৭১৬৩২৬
উপ-পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	০৭২১-৭৭৪২২৪
উপ-পরিচালক, খুলনা বিভাগ, খুলনা	০৪১-৭৬০৩৩৪
উপ-পরিচালক, সিলেট বিভাগ, সিলেট	০৮২১-৭১৬৩৫০
উপ-পরিচালক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	০৪৩১-৬৫১৩৩

ফায়ার লাইসেন্স (অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক পরামর্শ সেবা) ঃ

১। স্থানীয় সহকারী পরিচালক/উপ-পরিচালক বরাবর ফায়ার সার্ভিসের নির্ধারিত ফরমপুরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে ঃ

(ক) ট্রেড লাইসেন্স
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনে ব্যবসা পরিচালনা হলে পৌরসভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়ণ পত্র।
(গ) ভাড়াবাড়িতে ব্যবসা হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র।
(ঘ) রাজউক/পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপনার নকশা।
(ঙ) প্রতিষ্ঠানটি লিমিটেড কোম্পানী হলে Memorandum of Articles (Certificate of Incorporation)
(চ) প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক অনাপত্তি সনদ।
(ছ) বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন হলে (১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্দ্ধে হলে) ফায়ার সার্ভিসের ছাড়পত্র।
(জ) গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস নির্ধারিত তথ্য বিবরণী।

২। আবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত পরিদর্শকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়।
৩। পরিদর্শনের পর অগ্নি প্রতিরোধমূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৪। পরামর্শ মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর পুনরায় পরিদর্শন করা হয়।
৫। পরিদর্শন যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্তোষজনক হলে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
৬। যুক্তিসঙ্গত কারণে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সন্তুষ্ট না হলে মহাপরিচালক লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করবেন।
৭। মহাপরিচালকের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হলে ৩০ দিনের মধ্যে বিষয়টি পুনঃ বিবেচনার জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবেন।
৮। উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
৯। উক্ত বিষয়ে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে সরকারের নিকট আপীল করতে পারবেন।
১০। আপীল প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র ঃ

১। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন ২০০৩ এর ৭নং ধারা অনুসারে অনুর্ধ ১০ তলা (৩৩ মিটারের উর্দ্ধে)ভবনের বা বাণিজ্যিক ভবনের অগ্নিপ্রতিরোধমূলক ছাড়পত্র প্রদান করা হয় ।
২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বা সরাসরি মহাপরিচালক বরাবর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আবেদন করবেন ।
৩। আবেদনের সাথে ভবনের নকশা ও দলিল প্রদান করবেন ।
৪। অতঃপর অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত পরিদর্শক ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভবন পরিদর্শন করেন ।
৫। পরিদর্শনের পর অগ্নি প্রতিরোধমূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় ।
৬। পরামর্শ মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শর্তসাপেক্ষে পরবর্তী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় ।
৭। পরিদর্শন যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্তোষজনক না হলে ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী মর্মে মহাপরিচালক ঘোষণা করতে পারেন ।
৮। ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণার কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্তরূপ ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করতে পারবেন ।
৯। উক্ত আপীল প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ।

এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ঃ

১। অত্র অধিদপ্তর স্থানীয়ভাবে বা আন্তঃ জেলা পর্যায় রোগী পরিবহনের নিমিত্তে জনসাধারনের জন্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান করে থাকে ।
২। এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের আওতায় শুধুমাত্র রোগীকে বাসা থেকে হাসপাতালে অথবা দুর্ঘটনার স্থান থেকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ।
৩। এ সেবার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বা পৌর এলাকায় ফোনের বা বার্তাবাহকের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স কল গ্রহণ করা হয় ।
৪। আন্তঃ জেলা পর্যায়ে বা দূরবর্তী কলের ক্ষেত্রে রোগী পরিবহনের জন্য নির্ধারিত ফরমপূরণপূর্বক পুর্ব অনুমোদন নিতে হয় ।
৫। রোগী পরিবহনের জন্য ভাড়ার হার নিম্নরূপ ঃ

ক) দেশের সকল মেট্রোপলিটন শহর এলাকাসহ সকল পৌরএলাকায় ১ মাইল/১ কিলোমিটার হতে ৫ মাইল/৮ কিলোমিটার পর্যন্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা ।
খ) ৫ মাইলের উর্ধ্বে হতে ১০ মাইল অথবা ৮ কিলোমিটার হতে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রতি কল ১০০ (একশত) টাকা ।
গ) দূরবর্তী/আন্তঃজেলা কলের ক্ষেত্রে প্রতি মাইল ১০ (দশ) টাকা ও প্রতি কিলোমিটার ৬ (ছয়) টাকা ।

৬। এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের আওতায় লাশ বহন করা হয় না ।

অগ্নি প্রতিরোধমূলক মহড়া, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ সেবা ঃ

১। উক্ত সেবা গ্রহণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বা সরাসরি মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয় ।
২। আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অত্র অধিদপ্তর আর্থিক সংশ্লেষ ও অন্যান্য শর্তাবলীসহ প্যাকেজ প্রস্তাব প্রেরণ করে ।
৩। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উক্ত শর্তপালনে সম্মত হলে অত্র অধিদপ্তরের মনোনীত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন পূর্বক নিম্নলিখিত সেবা প্রদান করে থাকে ঃ

ক) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ।
খ) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

গ) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন বিষয়ে মহড়া পরিচালনা।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্টগার্ড জাতীয় জলসীমা ও উপকূলীয় অঞ্চলে জলদস্যুতা দমন, অবৈধ চোরাচালান রোধ, মৎস্য, তেল, গ্যাস ও বনজ সম্পদ রক্ষাসহ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সমূদ্র বন্দরের নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আইন শৃংখলা রক্ষায় সহায়তা করে থাকে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে উপকূলীয় এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য পরিচালনা করাও কোস্ট গার্ডের দায়িত্ব। বাংলাদেশের সকল নাগরিক এ সম্পর্কিত তথ্য নিকটস্থ কোস্ট গার্ড বেজ/স্টেশনকে জানাতে পারে বা এসংক্রান্ত কাজে সহায়তা চাইতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার সহ যে কোন নৌ দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্যও কোস্ট গার্ডের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে। তথ্য প্রদানের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

কোস্ট গার্ড বেজের ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর	ফ্যাক্স নম্বর
কমান্ডার ঢাকা সাব জোন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর ভবন রোড নং ৯, বাড়ী নং ৫১১, ঢাকা-১২০৬।	০২-৮৮১২৯১৬ ০২-৮৮১২৯১৫	০২-৯৮৮৩৪২৪
জোনাল কমান্ডার পশ্চিম জোন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মংলা বন্দর, মংলা, বাগেরহাট।	০৪৬৬২-৭৫৩৪২ ০৪৬৬২-৭৫৩৫০	০৪৬৬২-৭৫৩৪০
জোনাল কমান্ডার পূর্ব জোন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।	০৩১-২৮৫২৫৪৫ ০৩১-৬২৫৯০৯	০৩১-৮৪২৮২২
জোনাল কমান্ডার দক্ষিণ জোন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড খেয়াঘাট সড়ক, ভোলা।	০৪৯১-৬১৫২২ ০৪৯১-৬১৫৮৩	০৪৯১-৬১৫৮২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

অধিদপ্তর কর্তৃক জনগণকে প্রদেয় সেবা ঃ

লাইসেন্স ইস্যু ঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদি ইস্যু করে থাকে-

ক্রমিক	লাইসেন্স/পারমিট/পাস	ফি	সময়
১।	মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স	১০,০০০ টাকা	৯০ দিন
২।	মাদকদ্রব্য আমদানী/মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধ রপ্তানীর লাইসেন্স	১০,০০০ টাকা	৯০ দিন
৩।	মাদকদ্রব্য আমদানী/মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধ রপ্তানীর ছাড়পত্র	--	৩০ দিন
৪।	মাদকদ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স	১,০০০ টাকা	৩০ দিন
৫।	মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট	১,০০০ টাকা	৩০ দিন
৬।	মাদকদ্রব্য বহন-পরিবহন পাস	--	৩০ দিন
৭।	মদ বিক্রয়/মদ্যপানের বার লাইসেন্স	১০,০০০ টাকা	১২০ দিন
৮।	খুচরা মদ বিক্রয়ের অফ লাইসেন্স পৌর এলাকায়- অন্যান্য এলাকায়-	 ৪.০০০ টাকা ২,০০০ টাকা	 ৯০ দিন
৯।	প্রিকারসর কেমিকেলস আমদানী/খুচরা বিক্রয়/ব্যবহারের পারমিট আমদানী খুচরা বিক্রয় ব্যাবহার	 ১০,০০০ টাকা ২,০০০ টাকা ২,০০০ টাকা	 ৯০ দিন ৬০ দিন ৩০ দিন
১০।	এলকোহল উৎপাদন (ডিষ্টিলারী/ব্রিউয়ারী) লাইসেন্স	২০,০০০ টাকা	১২০ দিন
১১।	মদ্য পানের পারমিট- বিলাতী মদ- দেশী মদ-	 ২,০০০ টাকা ৮০ টাকা	 ৩০ দিন ৩০
১২।	বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লাইসেন্স ১০ বেড পর্যন্ত ১০ বেডের উর্দ্ধে	 ১০,০০০ টাকা ২০,০০০ টাকা	 ৯০ দিন
১৩	বেসরকারী সংস্থা (NGO) নিবন্ধন	১,০০০ টাকা	

ক) উপরোক্ত লাইসেন্স, পারমিট, পাস প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ) আবেদন ফরম অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় হতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

গ) অধিদপ্তরের Website www.dnc.gov.bd থেকেও ফরমসমূহ Download করা যাবে।

ঘ) পূরণকৃত ফরম প্রধান কার্যালয়/সংশ্লিষ্ট উপ-আঞ্চলিক অফিসে দাখিল করা যাবে।

ঙ) পূরণকৃত ও দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের পর সরেজমিন তদন্তক্রমে উপযুক্ততার ভিত্তিতে আইনের বিধান অনুসারে লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদি ইস্যু করা হবে।

চ) আবেদন ফরমে উলিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন ও নির্ধারিত হারে লাইসেন্স ফি প্রদান করতে হবে।

ছ) সকল শর্তাবলী পূরণের পরও মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনায় লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদি প্রদান কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন।

জ) বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স/পারমিটের জন্য বর্তমানে বলবত বিধি/আইন অনুযায়ী বর্ণিত হারে ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে .... কোডে জমা দিয়ে জমার রশীদ আবেদন ফরমের সাথে দাখিল করতে হবে। নগদ অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান ঃ

অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকাস্থ ৪০ শয্যার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং প্রতিটি ৫ শয্যার চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। নিরাময় কেন্দ্র সমূহের যোগাযোগের ঠিকানা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বর নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	নিরাময় কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	ঠিকানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী	ফোন নম্বর
১।	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৪৪৩, তেজগাঁও, ঢাকা।	চীফ কনস্যালটেন্ট	০২-৯৮৮০২৬৯
২।	চট্টগ্রাম মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র	১১৫, পাঁচলাইশ আ/এ, চট্টগ্রাম।	তত্ত্বাবধায়ক	-
৩।	রাজশাহী মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র	২০৪/২, উপ-শহর, ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী	তত্ত্বাবধায়ক	-
৪।	খুলনা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র	২, কেডিএ, এভিনিউ, ময়লাপোতা রোড, খুলনা।	তত্ত্বাবধায়ক	-

ক) মাদকাসক্ত যে কোন ব্যক্তি সরকারী এ নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন।
খ) দরিদ্র মাদকাসক্তগণ বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্প মূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়।
গ) এতদ্ভিন্ন অধিদপ্তরের অনুমোদিত বেসরকারী চিকিৎসা ও পরামর্শ কেন্দ্রসমূহ হতেও চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করা যায়।

রিসোর্স সেন্টার ঃ

অধিদপ্তরের একটি রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। এতে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রায় ৪০০০ প্রকাশনা রয়েছে। তাছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মাদক সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের বিপুল সংগ্রহ রয়েছে। যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা গবেষণার কাজে এ রিসোর্স সেন্টার ব্যবাহার করতে পারেন।

রিসোর্স সেন্টারের ঠিকানা ঃ

রিসোর্স সেন্টার	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ফোন নম্বর	যে সময় ব্যবহার করা যাবে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ (৪র্থ তলা)	লাইব্রেরিয়ান ফোন- ০২-৯৩৫৫৮৯৩, ০২-৯৩৫৫৮৯৪	অফিস চলাকালীন যে কোন সময়

নিরোধ শিক্ষা ঃ

বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) নিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চাইলে বিধি মোতাবেক অধিদপ্তরের নিবন্ধনসহ এতদসংক্রান্ত সুবিধা গ্রহণ করতে পারে ।

অভিযোগ ঃ

১) লাইসেন্স, পারমিট, চিকিৎসা সেবা ও রিসোর্স সেন্টার ব্যবহার সংক্রান্ত কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে বা কোন প্রকার তথ্য জানার প্রয়োজন হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/অফিসে যোগাযোগ করা যাবে-

ক) উপ-আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়
খ) উলিখিত অফিস বা কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিকার পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/অফিসে যোগাযোগ করা যাবে বা প্রতিকার চাওয়া যাবে-

কর্মকর্তা/অফিস	ফোন নম্বর	বিষয়
পরিচালক (অপারেশনস্) ৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।	৮৩১২২৪৯	মাদক বিরোধী অভিযান কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা
পরিচালক (প্রশাসন্) ১, সেগুনবাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা ।	৮৩১১২৯১	লাইসেন্স, পারমিট প্রদান, কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশাসন সংক্রান্ত
পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) ১, সেগুনবাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা ।	৮৩১১২৯৬	মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র সংক্রান্ত
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) ১ সেগুনবাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা ।	৮৩১২২০৬	মাদক সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা, মাদক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত এনজিও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ।

২) মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহার, পাচার, পরিবহন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সকল গোপনীয় তথ্য নিম্নবর্ণিত অফিস/কর্মকর্তা বরাবরে প্রদান করে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনগণ সহযোগিতা করতে পারবেন-

কর্মকর্তা/অফিস	ঠিকানা	ফোন নম্বর
অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা)	৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।	৮৩১১২৮৭
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	২৪, তোপখানা রোড, ঢাকা ।	৯৫৬২০২০ ৭১৭৪০৮৩
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	কর্ণফুলি মার্কেট, রিয়াজউদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম ।	০৩১-৭১৮২০০
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ভবন, রূপসা, খুলনা	০৪১-৭৩৩২০৮
উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	২২৩/২, উপ-শহর, রাজশাহী	০৭২১-৭৬১৯৬০

৩) বর্ণিত সকল বিষয়ে যে কোন তথ্য জানার জন্য বা অভিযোগ দাখিলের/প্রতিকারের জন্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও মহাপরিচালক বরাবরে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে-

কর্মকর্তা/অফিস	**ফোন/ফ্যাক্স/ই-মেইল নম্বর**
মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১, সেগুনবাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা	ফোন- ৮৩১২১৩১ ফ্যাক্স- ০২-৮৩১১১৫৫ ই-মেইল- dgdnc@bttb.net.bd
অতিরিক্ত মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১, সেগুনবাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা	ফোন- ৮৩১১২৫৬

কারা অধিদপ্তর

"রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ" বাংলাদেশ কারা বিভাগ এই ভিশনকে সামনে রেখে কারাগারগুলো সংশোধনাগার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। জনস্বার্থ ও জনকল্যাণে কারাগারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সেবা কার্যক্রম সহজীকরণের নিমিত্তে ও সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রধান প্রধান সেবা সমূহ ও নিয়মাবলী নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'লঃ-

১।	**আদালত হতে আগত বন্দীদের জন্য ঃ**
	(ক) প্রত্যেক দিন আদালত হতে আগত বন্দীদের শ্রেণী বিন্যাস করতঃ যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।
	(খ) অসুস্থ্য বন্দীদের তাৎক্ষনিকভাবে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্ত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
	(গ) নির্ধারিত তারিখে বিচারাধীন বন্দীদেরকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়।
	(ঘ) কোন বন্দীর হাজিরার তারিখ নির্দিষ্ট না থাকলে আদালতের সাথে যোগাযোগ করতঃ হাজিরার তারিখ সংগ্রহ পূর্বক আদালতে হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়।
	(ঙ) নবাগত বন্দীদের আদালত হতে আসার সময় তাদের সাথে রক্ষিত টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যাবান দ্রব্যাদি যথাযথ হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
	(চ) অসহায় অসচ্ছল বন্দীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারী কৌসলী নিয়োগের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।
	(ছ) দন্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের সুবিচার প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতে আপীল দায়েরের ব্যাপারে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
২।	**বন্দীদের সাথে দেখা সাক্ষাত সংক্রান্ত**
	(ক) আত্মীয়-স্বজন হাজতী বন্দীদের সাথে ১৫ দিন অন্তর অন্তর একবার করে দেখা করা যাবে।
	(খ) কয়েদী বন্দীর সাথে মাসে একবার দেখা করা যাবে।
	(গ) ডিটেন্যু ও নিরাপদ হেফাজতী বন্দীদের সাথে দেখা করতে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের অনুমতি প্রয়োজন।
	(ঘ) দেখা-সাক্ষাত সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন এক সাথে একজন বন্দীর সাথে দেখা করতে পারবেন।
	(ঙ) বন্দীদের সাথে দেখা করার জন্য কোন প্রকার টাকা পয়সা লেন-দেন নিষিদ্ধ। কেউ টাকা দাবী করলে জেল সুপার/জেলারকে জানাতে হবে।
	(চ) মোবাইল বা অন্য কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে সাক্ষাৎ কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না।
	(ছ) বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের দেখা সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া দূর্নীতিমুক্ত করা হয়েছে।
	(জ) বন্দীদের সাথে তার কৌসলীর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করা হয়।
	(ঝ) বন্দীদের সাথে দেখা করার জন্য জেল সুপার বরাবরে আবেদন করতে হবে। যারা আবেদনপত্র লিখতে সক্ষম নন তাদের সহায়তা করার জন্য রিজার্ভ এ কর্তব্যরত কর্মচারীর স্লিপের মাধ্যমে দেখা করার সুযোগ পাবেন।
	(ঞ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে বন্দীদের সাক্ষাতের জন্য সাধারণতঃ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়।
	(ট) কারাগারে আটক বন্দী অথবা কারো সম্বন্ধে কোন তথ্য জানতে চাইলে কারাগারের ফটকের সামনে অবস্থিত রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষীর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
	(ঠ) সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সহজ ও ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কারাগারে ১টি করে ক্যান্টিন/দোকান চালু করা হয়েছে। আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করে বন্দীদের সরবরাহ করতে পারেন। এতে একদিকে যেমন কারাগারে অবৈধ দ্রব্যাদির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্য দিকে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা সহজলভ্য ও সঠিক জিনিস ক্রয় করতে পারবেন।
	(ড) সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ কর্তৃক বন্দীদের জন্য দেয় মালামাল যথাযথভাবে বন্দীর নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়।

৩।	**বিশ্রামাগারের ব্যবস্থাঃ**
	(ক) প্রত্যেক কারাগারে বন্দীদের সাথে আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার রয়েছে।
	(খ) বিশ্রামাগারে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক পাখা, পানি ও পানীয় জল এবং টয়লেটের সুব্যবস্থা রয়েছে।
	(গ) অফিসে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌঁছাতে হলে বাহিরের গেটে রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষীর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা আছে।
৪।	**পিসিতে টাকা জমাদান পদ্ধতিঃ-**
	(ক) কারাগারে আটক বন্দীদের ব্যক্তিগত তহবিলে (পি সি) অর্থ জমা রাখার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।
	(খ) কেউ কারাগারে আটক বন্দীদের পিসি তে টাকা জমা করতে চাইলে ডাক যোগে মানি অর্ডার করতে পারবেন।
	(গ) ব্যক্তিগত ভাবেও বন্দীর আত্মীয়-স্বজন পিসি তে অর্থ জমা দিতে পারবেন।
	(ঘ) রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষীর সহযোগিতায় এই অর্থ জমা দেয়া যাবে। অর্থ জমা দানের ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়তি ফি প্রদান করতে হয় না।
৫।	**ওকালতনামা স্বাক্ষর প্রসঙ্গেঃ**
	(ক) ওকালতনামা স্বাক্ষরের ব্যাপারে অবৈধ অর্থের লেনদেন রোধের জন্য প্রত্যেক কারাগারে প্রধান ফটকের সামনে ওকালতনামা দাখিলের জন্য বাক্স রাখা হয়েছে।
	(খ) নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বাক্স খুলে ওকালতনামা স্বাক্ষরান্তে বন্দীর কৌঁসলী/আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
	(গ) ওকালতনামা বন্দীর স্বাক্ষরের জন্য কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন হয় না। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোন অর্থ দাবী করে তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে বিষয়টি রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষী অথবা সরাসরি জেল সুপার/জেলার এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৬।	**জামিনে মুক্তি প্রসঙ্গেঃ -**
	(ক) আদালত হতে প্রাপ্ত মুক্তি/জামিন আদেশের মুক্তিযোগ্য বন্দীদের তালিকা প্রধান ফটকের সামনে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়।
	(খ) মুক্তিযোগ্য বন্দীদের নাম লাউড স্পিকারের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। যাতে করে বাইরে অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজন সহজে বন্দীর মুক্তির বিষয়টি জানতে পারে।
	(গ) যে সব বন্দীর মুক্তি/জামিন আদেশে ভূল পরিলক্ষিত হয় তাদের নামের তালিকা বাইরে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয় এবং বিষয়টি লাউড স্পিকারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। যাতে করে বন্দীর আত্মীয়-স্বজন অহেতুক দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা না করে চলে যেতে পারে।
৭।	**বন্দীদের সাথে আচরণ প্রসঙ্গেঃ**
	(ক) কারাগারে আটক বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা হয় ;
	(খ) কারাগারে আটক বন্দীকে অপরাধ ছাড়া কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয় না ;
	(গ) কারা বিধি অনুসারে প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দীর খাবার, আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় ;
৮।	**চিকিৎসা ব্যবস্থাঃ-**
	(ক) প্রত্যেক কারাগারে হাসপাতাল বিদ্যমান রয়েছে। অসুস্থ্য বন্দীদেরকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পথ্য প্রদান করা হয়। অসুস্থ্য বন্দীদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে উন্নত চিকিৎসার জন্যে কারাগারের বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়;
	(খ) কারাভ্যন্তরে মাদক সেবী বন্দীদেরকে সাধারণ বন্দীদের থেকে আলাদা করে পৃথক আবাসনের মাধ্যমে যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ;

৯।	**প্রশিক্ষণঃ-** (ক) কারাগারে আটক বন্দীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরুপন করতঃ তাদের আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োজিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ;
	(খ) কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োজিত করে যুগপোযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয় যাতে করে বন্দী সাজা ভোগের পর মুক্ত জীবনে গিয়ে নানা রকম পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে ;
১০।	**বন্দীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গেঃ**
	(ক) কারাগারে আটক নিরক্ষর বন্দীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। প্রত্যেক নিরক্ষর বন্দীকে বাধ্যতামূলকভাবে এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। যাতে করে কারাগার হতে মুক্তির পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে সুস্থ্য সমাজ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
	(খ) মরণ ব্যাধি HIV/AIDS এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বন্দীদেরকে সজাগ করা হয় এবং মরণ ব্যাধি রোধকল্পে বন্দীদের নানা রকম পন্থা সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
	(গ) কারাগারে আটক বন্দীদের স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালনের স্বার্থে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগসহ প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
	(ঘ) প্রতিনিয়ত বন্দীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে;
	(ঙ) বন্দীদের দরবার ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং বন্দীদের সমস্যাগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা হয় এবং সমস্যাদির সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ;
	(চ) নির্ধারিত তারিখে বন্দীদের হাজিরার নিমিত্তে বন্দীদের কোর্টে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয় ;
	(ছ) বন্দীদের চিত্তবিনোদনের জন্য কারাভ্যন্তরে টিভি, রেডিও, ক্যারাম ও লুডু ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে ;
	(জ) সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার্থে আবেদনের প্রেক্ষিতে নিজ জেলায় নিকটস্থ কারাগারে বদলী নিশ্চিত করা হয়।
	(ঝ) বন্দীদের চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে মোটিভেশনাল ক্লাশ চালু রয়েছে এবং নানাবিধ প্রেষণামূলক যেমন- টেলিভিশন, ফ্রিজ মেরামত, প্যাকেট তৈরী, রেডিও ফ্যান, চার্জার লাইট মেরামত ও গবাদি পশু, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
	(ঞ) কারাগারে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ যেমন- মোড়া, তাঁত শিল্প, কামার, কার্পেট, থালা বাটি তৈরী, পাপোস, কাঠের আসবাবপত্র তৈরী ইত্যাদি কাজ চালু আছে।
	(ট) প্রত্যেক কারাগারে ক্যান্টিন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র মজুত রাখা হচ্ছে। বন্দীরা চাহিদানুযায়ী ক্যান্টিন হতে উক্ত মালামাল ক্রয় করতে পারেন ।

বিঃ দ্রঃ উপরে উল্লেখিত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা বা হয়রানির স্বীকার হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে অথবা নিম্নোক্ত টেলিফোন/মোবাইলে জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ক। জেল সুপার টেলিফোন/মোবাইল নং -------------

খ। জেলার টেলিফোন/মোবাইল নং -------------

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন সমূহ বাংলাদেশে বিভিন্ন কার্যোপলক্ষ্যে আগমনের জন্য বিদেশী নাগরিকদের মোট ৩৩ টি শ্রেণীতে ভিসা প্রদান করে থাকে, পরবর্তীতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উক্ত শ্রেণীর ভিসাগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি করে থাকে। মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রথমত (ক) দুই কপি ছবিসহ দুই প্রস্থ ভিসার আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। (খ) আবেদনকারীর পাসপোর্টের নামের পাতা, ভিসার পাতা ও আগমনের তারিখের পাতার ফটোকপি আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যেসব কাগজপত্রের প্রয়োজন এবং কত দিনের মধ্যে সেবা প্রদান করা হইবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

ক্রমিক নং	ভিসার শ্রেণী	কে/কারা পাওয়ার যোগ্য	আগমন/ভ্রমন এর উদ্দেশ্য	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যেসব কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।	সেবা প্রদানের সময়সীমা
১	এ	রাষ্ট্রপ্রধান/ সরকার প্রধান/ মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী/ উপ-মন্ত্রী/ সংসদ সদস্য/ আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য/ মেয়র/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তি এবং সফরসঙ্গী Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য।	সরকারী/ দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন (Official duty)	Note Verbale এর ভিত্তিতে কুটনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য ভ্রমন সুবিধাসহ ভিসা প্রদান করবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে।
২	এ-১	সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/সরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং সফরসঙ্গী Spouse ও নির্ভরশীল সন্তান।	সরকারী/দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন (Official duty)	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/আয়োজক সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	পাঁচ কর্মদিবস।
৩	এ-২	জাতীসংঘ ও তার অংগসংগঠন, আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক সংস্থা/ অফিসে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।	চাকুরী/দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার সুপারিশ ও আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ নিয়োগের পূর্ণকালীন মেয়াদে বা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বৎসর যা কম হবে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে এসবিতে রিপোর্ট/রেজিস্ট্রেশন করা ও নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণের শর্তটি প্রযোজ্য হবে না।	পাঁচ কর্মদিবস।
৪	এফএ-২	এ-২ শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য	এ-২ শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ এ-২ শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	পাঁচ কর্মদিবস।
৫	এ-৩	বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ/ পরামর্শক/ কর্মকর্তা-কর্মচারী/ শ্রমিক।	চাকুরী/দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/ সরকারী সংস্থার সুপারিশ, নিরাপত্তা ছাড়পত্র এবং সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ নিয়োগের পূর্ণকালীন মেয়াদে বা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বৎসর যা কম হবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	সাত কর্মদিবস।
৬	এফএ-৩	এ-৩ শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য	এ-৩ শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার সুপারিশ, পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদন এবং সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এ-৩ শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদী ভিসা প্রদান করবে।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে সাত কর্মদিবস, স্ত্রী ও প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে।

৭	বি	ব্যবসায়ী/ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	ব্যবসা-বাণিজ্য	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশের ভিত্তিতে আগমনের তারিখ থেকে প্রতিভ্রমণে প্রয়েজনীয় সংখ্যক ভ্রমণ সুবিধাসহ ০৬(ছয়) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। ততোধিক মেয়াদের জন্য নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে ৬ (ছয়) মাসের অবস্থান শর্তে ৩(তিন) বছর মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত কাজে একাধিকবার বাংলাদেশে আগমন করে যথাযথ নিয়মকানুন মোতাবেক ব্যবসা/বানিজ্যের কাজ সম্পাদন করেছেন মর্মে প্রমানপত্র/প্রত্যয়নপত্র থাকলে তা লিপিবদ্ধ করতঃ একই শর্তে ০৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	দশ কর্মদিবস।
৮	সি	বিমান/জাহাজ/অন্যান্য পরিবহন খাতে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ক্রু।	পেশাগত দায়িত্ব পালন	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর একই শর্তে আরও তিন বছর পর্যন্ত বহুভ্রমণ সুবিধায় ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	সাত কর্মদিবস।
৯	ডি	রাষ্ট্রদূত/কুটনীতিক/কনস্যুলার অফিসার এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং তাঁদের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য।	দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন	Note Verbale এর ভিত্তিতে কুটনৈতিক শিষ্টাচার অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য ভ্রমণ সুবিধাসহ ভিসা প্রদান করতে পারবে। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমন সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।
১০	এনডি	এ,এ-২ এবং ডি শ্রেণীভূক্তদের ব্যাক্তিগত স্টাফ এবং Non-diplomatic staff এবং তাদের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য।	এ, এ-২ এবং ডি শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমন সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করবে।	তিন কর্মদিবস।
১১	ডি এ	এ,এ-২ এবং ডি শ্রেণীতে আগতের Domestic aid.	এ, এ-২ এবং ডি শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসা বৃদ্ধি করবে।	পাঁচ কর্মদিবস।
১২	ই	ক) সরকারী/ আধাসরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে/ প্রকল্পে এবং সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক/ চাকুরিজীবী/ব্যাক্তি। খ) দেশী/বিদেশী সরকারী/ বেসরকারী/ লিয়োঁজো/ শিল্প বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত/নিয়োজিত চাকুরিজীবী/ ব্যক্তি। গ) দেশী/বিদেশী সরকারী/ বেসরকারী ঠিকাদারী এবং সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত চাকুরিজীবী/ব্যক্তি।	চাকুরী/সেবা প্রদান	(ক) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ কার্যানুমতির পূর্ণকালীন মেয়াদে বৃদ্ধি করতে পারবে। দ্বিতীয় দফায় ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করলে সন্তোষজনক আবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহু ভ্রমণসহ কার্যানুমতি পূর্ণকালীন মেয়াদে অথবা ০৩(তিন) বৎসর, যা কম হবে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।। (খ) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একই পেশায় তিন বছরের অধিক সময়ে কর্মরত থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক কার্যানুমতি নবায়ন করা হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। বেপজা/বিনিয়োগ বোর্ড/এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কার্যানুমতি নবায়নের সময় একই পেশায় চাকুরী করার উপযুক্ততা, কর্মদক্ষতা, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, আয়কর পরিশোধ সম্পর্কিত সনদ প্রভৃতি বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে।	দশ কর্মদিবস।

১৩	এফ ই	ই শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	ই শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে ।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
১৪	ই-১	যন্ত্রপাতি এবং সফটওয়্যার সরবরাহ/স্থাপন/রক্ষনাবেক্ষণ/ তত্ত্বাবধান/প্রকল্প পরিদর্শন এবং এ জাতীয় কাজে আগত ব্যক্তি ।	যন্ত্রপাতি এবং সফটওয়্যার সরবরাহ/স্থাপন/ রক্ষনাবেক্ষণ/ প্রশিক্ষন/তত্ত্বাবধান/ প্রকল্প পরিদর্শন ইত্যাদি ।	যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা, স্থানীয় স্পন্সরের সুপারিশ ও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ০১(এক) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে । তবে এর অতিরিক্ত সময়ের জন্য ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে কার্যানুমতির প্রয়োজন হবে এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কার্যানুমতির মেয়াদকাল পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
১৫	জে	বিদেশী পত্রিকা/ সংবাদপত্র/ বেতার/ টিভি/ বার্তা সংস্থা/ স্যাটেলাইট মিডিয়া ইত্যাদিতে আগত সাংবাদিক/ মিডিয়া প্রতিনিধি/বা ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিক প্রভৃতি ।	পেশাগত দায়িত্ব পালন	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ এর সুপারিশ BOI এর কার্যানুমতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে কার্যানুমতির মেয়াদ অথবা ০৩ (তিন) বছর, যা কম হবে, বহুভ্রমন সুবিধায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	সাত কর্মদিবস ।
১৬	এফ জে	জে শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	জে শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ জে শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
১৭	এম	মিশনারীবৃন্দ/ধর্মগুরু	সেবাপ্রদান	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় মিশন/ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সুপারিশ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রতি দফায় ১ (এক) বছরের বহু ভ্রমণসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে। তবে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যানুমতির প্রয়োজন হবে না ।	দশ কর্মদিবস ।
১৮	এফ এম	এম শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	এম শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
১৯	এন	নিবন্ধনভূক্ত এনজিও-তে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ।	চাকুরি/সেবা প্রদান ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে NGO ব্যুরোর কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কার্যানুমতির মেয়াদকাল পর্যন্ত বহুভ্রমনসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	দশ কর্মদিবস ।
২০	এফ এন	এন শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	এন শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।

২১	পি	ক্রীড়া সংগঠক/ খেলোয়াড়/ কোচ/ সাংস্কৃতিক দলের সদস্য/ শিল্পী/ সাহিত্যিক এবং সমপর্যায়ভূক্ত ব্যক্তি ।	পেশাগত দায়িত্ব পালন/চাকুরী ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কার্যানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমন সুবিধায় কার্যানুমতির মেয়াদকাল অথবা সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর যা কম হবে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	দশ কর্মদিবস ।
২২	এফ পি	পি শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	পি শ্রেণীতে আগতের সাথে অবস্থানের জন্য সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
২৩	পি আই	বে-সরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগ বা সম্পূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত/ স্থাপিতব্য শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারী ।	বিনিয়োগ / স্থাপিত ব্যবসা/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ।	ক) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের স্বপক্ষে কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও বিনিয়োগ অব্যাহত আছে এ মর্মে BOI/BEPZA এর প্রত্যায়নপত্র এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছরের বহুভ্রমণসহ ভিসা প্রদান করতে পারবে তবে বিনিয়োগকারী তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে কার্যানুমতিরও প্রয়োজন হবে । খ) বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে অথবা দীর্ঘমেয়াদী কোন শিল্পে/ ব্যবসায় কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড /বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উক্ত বিদেশী বিনিয়োগকারীকে " No Visa required (N.V.R)" এর সুবিধা প্রদান করবে ।	দশ কর্মদিবস ।
২৪	এফ পি আই	পি আই শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	পি আই শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণসহ পি আই শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
২৫	আর	সরকার অনুমোদিত যেকোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে গবেষণা/ প্রশিক্ষণ/ইন্টার্ণশীপ-এ অংশগ্রহনকারী ।	গবেষনা/প্রশিক্ষণ/ ইন্টার্ণশীপ ইত্যাদি ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে কার্যক্রমের মেয়াদকাল অথবা ০৩ (তিন) বছর, যা কম হবে সে সময় পর্যন্ত বহু ভ্রমণ ভিসা প্রদান করবে ।	দশ কর্মদিবস ।
২৬	এফ আর	আর শ্রেণীতে আগতের Spouse ও পরিবারের নির্ভরশীল অন্যান্য সদস্য ।	আর শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ আর শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে ।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ।
২৭	এস	সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত/ গবেষণারত/ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ ছাত্রী/ গবেষক ।	অধ্যয়ণ/গবেষনা ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ, স্পন্সরশীপ, এদেশে চাকুরীরত নয় মর্মে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র এবং পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম/ইন্টার্ণশীপের পূর্ণকালীন মেয়াদে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করবে ।	পুলিশ রিপোর্ট পাওয়া গেলে ৩৭ দিনের মধ্যে অন্যথায় ৩৭ দিন পরে ।

২৮	এফ এস	এস শ্রেণীতে আগতের Spouse ও নির্ভরশীল সন্তান।	এস শ্রেণীতে আগতের সফরসঙ্গী হলে বা পরবর্তীতে আগমন করলে।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ও পুলিশ বিশেষ শাখার অনুকূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমনসহ উক্ত শ্রেণীতে আগতের সমমেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে দশ কর্মদিবস, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে।
২৯	টি	(ক) বাংলাদেশের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক আছে এরূপ দেশের যে কোন ব্যক্তি। (খ) বেসরকারী পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালা/ শিক্ষা সফরে আগত ব্যক্তি।	ভ্রমণ/পর্যটন/ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ/ ধর্মীয় কারণ/ বেসরকারী সেমিনার/ কর্মশালা/শিক্ষা সফর ইত্যাদি।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ০১ (এক) মাস পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	২২ (বাইশ) কর্মদিবস।
৩০	টি আই	তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তি।	ধর্মীয় কারণ।	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বাংলাদেশস্থ তাবলীগ মারকাজ/ কেন্দ্রিয় তাবলীগ জামাতের সুপারিশ ও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কোন ভ্রমণ সুবিধা ব্যতিত আগমনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিন পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	৪০ (চলিশ) কর্মদিবস।
৩১		(ক) বাংলাদেশী নাগরিকের বিদেশী Spouse ও সন্তান। (খ) বাংলাদেশী বংশদ্ভুত বিদেশী নাগরিক এবং তার Spouse ও সন্তান।	বাংলাদেশে অবস্থান ও ভ্রমন।	অনুকূল পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	৪৫ (পঁয়তালিশ) কর্মদিবস।
৩২	টি আর	ট্রানজিট	ট্রানজিট	তৃতীয় কোন দেশে কর্মরত মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ও নিশ্চিত টিকিটের ভিত্তিতে নিজ সন্তুষ্টিক্রমে নিয়োগকালীন মেয়াদ বা সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর, যা কম হবে, বহুভ্রমণ ট্রানজিট ভিসা প্রদান করতে পারবে। তবে এ ভিসার ক্ষেত্রে প্রতি দফায় অবস্থানের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টায় সীমিত থাকবে।	প্রযোজ্য নহে।
৩৩	ডবিউ	Work and Holiday Development ও Volunteers programme এবং এ জাতীয় দ্বিপাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় আগত এবং তাঁদের Spouse ও নির্ভরশীল সন্তান।	চুক্তির আওতায়	চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভিসা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বহুভ্রমন সুবিধায় চুক্তিপূর্ণ মেয়াদে ভিসা প্রদান করতে পারবে। চুক্তিতে ভিসার মেয়াদ উল্লেখ না থাকলে চুক্তির শর্ত ও সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের বহুভ্রমণ ভিসা প্রদান করা যাবে। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ও নিরাপত্তা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বহুভ্রমণ সুবিধায় প্রয়োজনীয় মেয়াদে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করবে।	সাত কর্মদিবস।

নতুন পাসপোর্ট প্রাপ্তি এবং ইস্যুকৃত পাসপোর্ট নবায়ন সংক্রান্ত সেবাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

আবেদনের প্রকৃতি	করণীয়		ফিসের পরিমাণ			
			আন্তর্জাতিক	বিশেষ		
নতুন/১২বছর উত্তীর্ণ পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন।	(ক) দুই কপি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। (খ) আবেদন পত্রের সাথে অতিরিক্ত পাসপোর্ট সাইজের এক কপি এবং স্ট্যাম্প সাইজের এক কপি ছবি জমা দিতে হবে।	অতি জরুরী	৫,০০০/-	২,৫০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন পাপ্তির পর ৭২ ঘন্টার মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	
		জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	১১ দিন অতিক্রান্ত হলে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১২ দিন থেকে ২১ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। অন্যথায় ২১ দিন পর	
		সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	২১ দিন অতিক্রান্ত হলে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। অন্যথায় ৩০ দিন পর।	
দশ বছর উত্তীর্ণ এর ক্ষেত্রে পাসপোর্টের জন্য আবেদন।	আবেদনপত্রের সাথে এক কপি ছবি জমা দিতে হবে	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	
		সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	
হারানো পাসপোর্টের বিপরীতে পাসপোর্টের জন্য আবেদন।	এ ক্ষেত্রে জিডির কপিসহ আবেদন করতে হবে।	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেলে হারানো পাসপোর্টের বিপরীতে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।
		সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেলে হারানো পাসপোর্টের বিপরীতে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।

পাতা শেষ/ছবির মিল নেই/পাতা নষ্ট হবার কারণে পাসপোর্টের জন্য আবেদন।	এক কপি ছবি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পেলে অন্যথায় তদন্তে প্রেরণ করতে হবে। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়
		সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হবার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	ঐ
সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের ১৫ বছর বয়সের নীচের সন্তানদের পাসপোর্টের আবেদন।	মন্ত্রণারয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধানের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে এনওসি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হবার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	--
সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের ১৫ বছর অধিক বয়সের সন্তানদের পাসপোর্টের জন্য আবেদন।	আবেদনপত্রের সাথে কেবলমাত্র নির্ভরশীল সন্তানদের ক্ষেত্রে বাবা/মায়ের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হয়।	--
শিক্ষা সফরে বিদেশ গমণ ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের পাসপোর্টের জন্য আবেদন।	আবেদনপত্র অবশ্যই দলগতভাবে হতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে।	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।	--
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে	পেনশন অর্ডার কিংবা পেনশন বহির ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা দেয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।	--
সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে	আর্মি গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশ থাকতে হবে।।	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা দেয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।	--

নবায়ন	নতুন পাসপোর্টের জন্য নির্ধারিত ফি এবং নবায়ন ফি উভয়ই প্রদান করতে হবে।	জরুরী	২,৫০০/-	১,৫০০/-	আবেদনপত্র জমা দেয়ার ৫ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হয়।	কোন পাসপোর্টের্র নবায়ন/সংযোজনের ক্ষেত্রে জাল সনাক্ত হলে উক্ত পাসপোর্ট বাতিল করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় (নতুন পাসপোর্ট ও নবায়ন উভয় ফি গ্রহণ সাপেক্ষে)
		সাধারণ	১,৫০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা দেয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হয়।	কোন পাসপোর্টের্র নবায়ন/সংযোজনের ক্ষেত্রে জাল সনাক্ত হলে উক্ত পাসপোর্ট বাতিল করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় (নতুন পাসপোর্ট ও নবায়ন উভয় ফি গ্রহণ সাপেক্ষে)
সংযোজন (প্রমান পত্রসহ)	নতুন পাসপোর্টের জন্য নির্ধারিত ফি এবং সংযোজন ফি উভয়ই প্রদান করতে হবে।	জরুরী	৫০০/-	৩০০/-	আবেদনপত্র জমা দেয়ার ৫ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হয়।	ঐ
		সাধারণ	৩০০/-	২০০/-	আবেদনপত্র জমা দেয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা হয়।	ঐ
বিদ্যমান পাসপোর্টে সন্তানের নাম সংযোজনের আবেদন।	(ক) এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দুই কপি আবেদন জমা দিতে হবে। (খ) আবেদন পত্রের সাথে বাবা/মায়ের ছবি সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে। (গ) প্রতিটি সন্তানের জন্য অতিরিক্ত দুই কপি করে স্ট্যাম্প সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।	জরুরী	৫০০/-	৩০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	--
		সাধারণ	৩০০/-	২০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	--

- পাসপোর্টের ফরমের জন্য সেবা কেন্দ্র- ১ এ যোগাযোগ করুন।
- পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য প্রেরণ এবং পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির তথ্য জানার সেবা কেন্দ্র-২ এ যোগাযোগ করুন।
- কোন অভিযোগ থাকলে সেবা কেন্দ্র- ৩ এ যোগাযোগ করুন।
- অন্য কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঢাকার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করুন। টেলিফোন নং- ৮১৫৯৫২৫, ৮১২৩১৯৩, ৮১২৩৭৬৭, ৮১২৩৮৩৭।
- তৈরী পাসপোর্ট বিতরণের জন্য যোগাযোগ করুন কাউন্টার নং- ১,২,৩,৪,৫,৬।
- আবেদনপত্র জমা অস্থায়ী কাউন্টার (পাসপোর্ট ভবনের দক্ষিন পার্শ্বস্থ আঙ্গিনা) নং- ১,২,৩,৪,৫।
- যথাসময়ে পাসপোর্ট পাওয়া না গেলে উপ-পরিচালকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী

আপনার জন্য

সাধারণ নির্দেশাবলী

১) আদালত প্রাঙ্গনে প্রতারক ও টাউট থেকে সাবধান থাকুন । ২) আদালতে বিনা মূল্যে আইনী সহায়তা পাওয়ার জন্য ডিউটি কাউন্সেল ও লিগ্যাল এইড কর্মসূচীর আইনজীবীগণ রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা গ্রহণ করুন। এ বিষয়ে সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ আপনাকে সাহায্য করতে পারেন । ৩) আদালত প্রাঙ্গন ধুমপান মুক্ত এলাকা। আদালত প্রাঙ্গনে ধুমপান থেকে বিরত থাকুন । ৪) আদালত প্রাঙ্গন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করুন। পান খেয়ে যেখানে সেখানে পিক/থুথু ফেলবেন না। নির্ধারিত জায়গায় পানের পিক/থু থু ফেলুন ।	আদালতে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পার্শ্বে উলিখিত সময়ে গৃহীত হয়ে থাকে । সময় অনুসরণ করুন ঃ ক) বিভিন্ন মামলার হাজিরার সময়..........১০.০০ টা খ) নালিশী মামলা গ্রহণের সময় .... ১০.০০ টা গ) বিচার আদালত শুরুর সময় .... ১০.৩০ টা ঘ) নালিশী আদালত শুরুর সময় .... ১২.০০ টা ঙ) জামিনের আবেদনসহ অন্যান্য আবেদন শুনানীর সময়... ১২.০০ টা চ) দৈনন্দিন সদ্য আগত আসামীদের বিষয়ে শুনানীর সময় .... ০৩.০০ টা • ফৌজদারী কার্যবিধির সিডিউল ২ অনুসারে এন আই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারাসহ দণ্ডবিধি ও অন্যান্য আইনের জামিনযোগ্য ধারার মামলা আদালতসমূহ সাধারণতঃ জামিন প্রদান করে থাকেন ।	১) ৭ দিন পর নিয়মিত জামিনের আবেদন সংশিস্ট আদালত পেশ করার সুযোগ দিয়ে থাকে । ২) অন্তবর্তী সময়ে জামিনের জন্য বিশেষ আবেদন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর এজলাসে রক্ষিত বাক্সে ফেলুন । প্রতিদিন সকাল ১০.১৫ মিনিটে বিজ্ঞ সিএমএম এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করে থাকেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল ১১.০০ টায় বিজ্ঞ সিএমএম আদালতে শুনানীর মাধ্যমেও জামিনের জন্য বিশেষ আবেদন পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয় । ৩) আদালতে একটি নকল খানা আছে যা থেকে প্রত্যেক মামলার নকল ২৪ ঘন্টা থেকে ৭২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সরকারী ফি পরিশোধ করে পেতে পারেন। কাজের তুলনায় লোকবল কম হওয়ায় কখনো কখনো অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হতে পারে । ৪) আদালতে সরকারীভাবে কোন মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা এ খাতে কোন লোকবল নেই । অন্য খাত থেকে অস্থায়ী লোকবল দিয়ে তা পরিচালনা করা হচ্ছে। নকলখানা ও মহাফেজখানা বিষয়ে যে কোন সমস্যায় সংশিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন ।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী, ঢাকা

আপনার জন্য

সাধারণ নির্দেশাবলী

৫) আদালত প্রাঙ্গনে প্রতারক ও টাউট থেকে সাবধান থাকুন । ৬) আদালতে বিনা মূল্যে আইনী সহায়তা পাওয়ার জন্য ডিউটি কাউন্সেল ও লিগ্যাল এইড কর্মসূচীর আইনজীবীগণ রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের সহায়তা গ্রহণ করুন। এ বিষয়ে সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ আপনাকে সাহায্য করতে পারেন । ৭) আদালত প্রাঙ্গন ধুমপান মুক্ত এলাকা। আদালত প্রাঙ্গনে ধুমপান থেকে বিরত থাকুন । ৮) আদালত প্রাঙ্গন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করুন। পান খেয়ে যেখানে সেখানে পিক/থুথু ফেলবেন না। নির্ধারিত জায়গায় পানের পিক/থু থু ফেলুন ।	আদালতে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পার্শ্বে উলিখিত সময়ে গৃহীত হয়ে থাকে। সময় অনুসরণ করুন ঃ ক) বিভিন্ন মামলার হাজিরার সময়..........১০.০০ টা খ) নালিশী মামলা গ্রহণের সময় .... ১০.০০ টা গ) বিচার আদালত শুরুর সময় .... ১০.৩০ টা ঘ) নালিশী আদালত শুরুর সময় .... ১২.০০ টা ঙ) জামিনের আবেদনসহ অন্যান্য আবেদন শুনানীর সময়.. ১২.০০ টা চ) দৈনন্দিন সদ্য আগত আসামীদের বিষয়ে শুনানীর সময় .... ০৩.০০ টা ● ফৌজদারী কার্যবিধির সিডিউল ২ অনুসারে এন আই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারাসহ দণ্ডবিধি ও অন্যান্য আইনের জামিনযোগ্য ধারায় আদালতসমূহ সাধারনতঃ জামিন প্রদান করে থাকেন ।	৫) ৭ দিন পর নিয়মিত জামিনের আবেদন সংশিস্ট আদালত পেশ করার সুযোগ দিয়ে থাকে । ৬) অন্তবর্তী সময়ে জামিনের জন্য বিশেষ আবেদন চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর এজলাসে রক্ষিত বাক্সে ফেলুন। প্রতিদিন সকাল ১০.১৫ মিনিটে বিজ্ঞ সিএমএম এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করে থাকেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল ১১.০০ টায় বিজ্ঞ সিএমএম আদালতে শুনানীর মাধ্যমেও জামিনের জন্য বিশেষ আবেদন পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয় । ৭) আদালতে একটি নকল খানা আছে যা থেকে প্রত্যেক মামলার নকল ২৪ ঘন্টা থেকে ৭২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সরকারী ফি পরিশোধ করে পেতে পারেন। কাজের তুলনায় লোকবল কম হওয়ায় কখনো কখনো অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হতে পারে । ৮) আদালতে সরকারীভাবে কোন মহাফেজখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা এ খাতে কোন লোকবল নেই । অন্য খাত থেকে অস্থায়ী লোকবল দিয়ে তা পরিচালনা করা হচ্ছে। নকলখানা ও মহাফেজখানা বিষয়ে যে কোন সমস্যায় সংশিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন ।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী, রাজশাহী

১। আইনানুগ নিরপেক্ষ বিচারিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২। দূর থেকে আগত বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে আদালতের কার্যক্রম শুরু করা হয় সকাল ১১.০০ টায়।

৩। পুলিশ কর্তৃক আটককৃত আসামীর জামিন শুনানীর আবেদন যে কোন দিন আদালত চলাকালীন সময়ে গ্রহণ করা হয়। যে কোন জামিন শুনানী অন্তে আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী শুনানীর ৭দিন পর পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

৪। মামলার কজলিস্ট প্রত্যেক বিচার প্রার্থী/আইনজীবি ও সংশ্লিষ্টদের জন্য উন্মুক্ত রাখা আছে।

৫। প্রচলিত বিধানমতে নকল সরবরাহের নিয়ম-কানুন নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে।

৬। আইনগত সহায়তার জন্য দরিদ্র ও অসহায় বিচার প্রার্থীগণকে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী, খুলনা

১। উপযুক্ত কোন সংগত কারণ না থাকলে জামিনযোগ্য অপরাধে সমন প্রাপ্ত আসামীদের সাধারণত জামিন মঞ্জুর হয়ে থাকে।

২। প্রত্যহ সকাল ১০.৩০ মি. আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়।

৩। জামিন প্রার্থীদের 'জামিন আবেদন' শুনানীর আগের দিন আফিস চলাকালিন সময়ের মধ্যে আদালতে রক্ষিত বাক্সে গ্রহণ করা হয়।

৪। শুনানীর জন্য গৃহিত মামলার কজ-লিস্ট প্রত্যেক সেরেস্তায় বিচার প্রার্থী/আইনজীবী ও সংশিষ্টদের জন্য উম্মুক্ত রাখা আছে।

৫। প্রচলিত বিধান মতে সময়মত নকল সরবরাহের নিয়ম-কানুন নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে।

৬। আইনগত সহায়তার জন্য দরিদ্র ও অসহায় বিচার প্রার্থীগণকে পরামর্শপ্রদানের ব্যবস্থা আছে।

৭। অনাকাঙ্খিত বিলম্ব বা হয়রানির শিকার হলে বিচার প্রার্থীগণকে সংশিষ্ট বিচারক ও অফিস প্রধানের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ আছে।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী, চট্টগ্রাম

১। গরীব ও অসহায় ব্যক্তিগণ বিনা খরচে লিগ্যাল এইড কর্মসূচীর আইনজীবীগণের আইনী সহায়তা পেতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলখানার জেলার বা হাজতখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাহায্য নিন।

২। আদালত প্রাঙ্গণে প্রতারক ও টাউট হতে সাবধান।

৩। মিথ্যা মামলা দায়ের বা মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকুন। এতে আপনিও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন।

৪। জামিনযোগ্য অপরাধের ধারায় আদালতসমূহ জামিন দিয়ে থাকেন।

৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি দিয়ে মামলার নকল ২৪-৭২ ঘন্টার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

৬। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। যেখানে সেখানে পানের পিক/থুথু ফেলবেন না।

৭। আদালত প্রাঙ্গণকে ধূমপানমুক্ত রাখতে সাহায্য করুন।

আবেদনের প্রকৃতি		ফিসের পরিমান		পাসপোর্ট নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া	মন্তব্য
		আন্তর্জাতিক	বিশেষ		
নতুন .... বছর উত্তীর্ণ পাসপোর্ট এর জন্য আবেদনপত্র (দুই কপি) জমা দিতে হয়। সাথে অতিরিক্ত পাসপোর্ট সাইজের এক কপি এবং স্ট্যাম্প সাইজের এক কপি ছবি দিতে হবে।	অতি জরুরী	৫,০০০/-	২,৫০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন পাপ্তির পর ৭২ ঘন্টার মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	
	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	১১ দিন অতিক্রান্ত হলে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১২ দিন থেকে ২১ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। অন্যথায় ২১ দিন পর	
	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	২১ দিন অতিক্রান্ত হলে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। অন্যথায় ৩০ দিন পর।	
দশ বছর উত্তীর্ণ এর ক্ষেত্রে পাসপোর্ট আবেদনপত্র (এক কপি) জমা হলে	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	
	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	
হারানো পাসপোর্টের বিপরীতে পাসপোর্টের জন্য আবেদন এর ক্ষেত্রে (জিডি এর কপিসহ আবেদন করতে হবে)	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পেলে এবং Loss সার্কুলার নথির সাথে সংযুক্ত করার পর পাসপোর্ট ইস্যু করার ব্যবস্থা রয়েছে।
	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পেলে এবং Loss সার্কুলার নথির সাথে সংযুক্ত করার পর পাসপোর্ট ইস্যু করার ব্যবস্থা রয়েছে।
পাতা শেষ/ছবির মিল নেই/পাতা নষ্ট হওয়ার কারণে পাসপোর্টের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে এক কপি আবেদনপত্র জমা দিবেন।	জরুরী	৩,০০০/-	২,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পেলে অন্যথায় তদন্তে প্রেরণ করতে হবে। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট ইস্যু হবে।
	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পুরাতন রেকর্ড যাচাই করে সঠিক পেলে অন্যথায় তদন্তে প্রেরণ করতে হবে। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট ইস্যু হবে।
সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁহাদের ১৫ বছর বয়সের নীচের সন্তানদের পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রে	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, প্রধানের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে এন ও সি আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত করতঃ জমা দিতে হবে।

সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁহাদের ১৫ বছর অধিক বয়সের সন্তানদের পাসপোর্টের আবেদনের ক্ষেত্রে	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	কেবলমাত্র নির্ভরশীল সন্তানদের ক্ষেত্রে। বাবা/মায়ের প্রত্যায়নপত্র আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করতে হবে।
শিক্ষা সফরে বিদেশ গমণ ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	আবেদনপত্র অবশ্যই দলগতভাবে হতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে।
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	পেনশন অর্ডার কিংবা পেনশন বহির ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
সেনা/নৌ/বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে	সাধারণ	২,০০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	আর্মি গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশক্রমে।
নবায়ন	জরুরী	২,৫০০/-	১,৫০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	কোন পাসপোর্টে নবায়ন/ সংযোজন জাল সনাক্ত হলে উক্ত পাসপোর্ট বাতিল করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় (নতুন পাসপোর্ট ও নবায়ন উভয় ফি গ্রহণ সাপেক্ষে)
	সাধারণ	১,৫০০/-	১,০০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	কোন পাসপোর্টে নবায়ন/ সংযোজন জাল সনাক্ত হলে উক্ত পাসপোর্ট বাতিল করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় (নতুন পাসপোর্ট ও নবায়ন উভয় ফি গ্রহণ সাপেক্ষে)
সংযোজন (প্রমান পত্রসহ)	জরুরী	৫০০/-	৩০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	কোন পাসপোর্টে নবায়ন/ সংযোজন জাল সনাক্ত হলে উক্ত পাসপোর্ট বাতিল করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় (নতুন পাসপোর্ট ও নবায়ন উভয় ফি গ্রহণ সাপেক্ষে)
	সাধারণ	৩০০/-	২০০/-	আবেদনপত্র জমা হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	কোন পাসপোর্টে নবায়ন/ সংযোজন জাল সনাক্ত হলে উক্ত পাসপোর্ট বাতিল করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় (নতুন পাসপোর্ট ও নবায়ন উভয় ফি গ্রহণ সাপেক্ষে)
বিদ্যমান পাসপোর্টে সন্তানের নাম সংযোজনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দুই কপি আবেদন জমা দিতে হবে।	জরুরী	৫০০/-	৩০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্ট পাওয়া যায়।	বাবা/মায়ের ছবি আবেদনপত্রের সহিত সত্যায়িত করে দিতে হবে এবং প্রতিটি বাচ্চার জন্য অতিরিক্ত দুই কপি করে ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি দিতে হবে।
	সাধারণ	৩০০/-	২০০/-	পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর	

				পাসপোর্ট পাওয়া যায় ।	

- পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন আসা যাওয়া জানার জন্য সেবা কেন্দ্র-২ এ যোগাযোগ করুন ।
- পাসপোর্টের ফরমের জন্য সেবা কেন্দ্র- ১ এ যোগাযোগ করুন ।
- কোন অভিযোগ থাকলে সেবা কেন্দ্র- ৩ এ যোগাযোগ করুন ।
- অন্য কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঢাকার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করুন । টেলিফোন নং- ৮১৫৯৫২৫, ৮১২৩১৯৩, ৮১২৩৭৬৭, ৮১২৩৮৩৭ ।
- তৈরী পাসপোর্ট বিতরণের জন্য যোগাযোগ করুন কাউন্টার নং- ১,২,৩,৪,৫,৬ ।
- আবেদনপত্র জমা অস্থায়ী কাউন্টার (পাসপোর্ট ভবনের দক্ষিন পার্শ্বস্থ আঙ্গিনা) নং- ১,২,৩,৪,৫ ।
- যথাসময়ে পাসপোর্ট পাওয়া না গেলে উপ-পরিচালকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন ।